দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... DEC. 1 2 1999 ..
পৃষ্ঠা ৭ কলাম 2

# টঙ্গিতে সাক্ষরতা আন্দোলনের চূড়ান্ত পরীক্ষা

টঙ্গি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত বুধবার শিল্প শহর টঙ্গিতে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচির চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

টঙ্গি পৌর এলাকার ১৬৩৫০ জন নিরক্ষর ব্যক্তি এই কর্মসূচির অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করে নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত হন। টঙ্গি থানার ৬০টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১১ হাজার ১শ' জন মহিলা ও ৫ হাজার ২শ' ৫০ জন পুরুষ। সকাল দশটা থেকে মহিলাদের ও বেলা ২টা থেকে পুরুষদের অনুষ্ঠিত দু ঘন্টার পরীক্ষায় উপস্থিতি ছিল প্রায় একশ' ভাগ পরীক্ষার্থী। তারা ভোর থেকেই কেন্দ্রে এসে জড়ো হতে থাকেন। মহিলা শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই শিশুসন্তান কোলে নিয়ে আসেন।

বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে, পরীক্ষার্থীদের বয়স ত্রিশ থেকে ষাটের মধ্যে। এদের অনেকেই গৃহিণী। নানী-দাদীরাও বোরখা পরে ও মাথায় বড় ঘোমটা টেনে পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। পুরুষদের মধ্যে রয়েছেন শ্রমজীবী, রিকশা, ঠেলাচালক ও বিভিন্ন ক্ষুদে দোকানি। বেশ ক'জন মহিলাকেও দেখা গেছে পরীক্ষার খাতায় লিখছেন ও শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। মায়ের পাশে বেঞ্চে বসা তাদের শিশুসন্তানরা। কোথাও-বা স্বামীকে কেন্দ্রের বাইরে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে সন্তান কোলে নিয়ে। অভূতপূর্ব দৃশ্যের এসব পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশে বহু লোকের সমাগম ঘটে। কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেন সংসদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান সংসদ সদস্য রহমত আলী, স্থানীয় সাংসদ আহসান উল্লাহ মাস্টার, জেলা প্রশাসক শামসুল হক, সাবেক সাংসদ কাজী মোজাম্মেল হক ও টঙ্গী পৌরসভার চেয়ারম্যান এডভোকেট আজমতউল্লাহ খান।